সূরা আল্ কাদ্‌র-৯৭

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ কাল ও প্রসঙ্গ

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মনে করেন, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এ ধারণা ভুল। কেননা এরূপ ধারণা সকল ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত। এটি সুনিশ্চিতভাবে মক্কী সূরা, নবুওয়তের প্রথম বছরগুলোর মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস, ইব্‌নে যুবায়ের ও হযরত আয়েশার (রাঃ) মত মনীষীগণও এ অভিমত পোষণ করতেন। নলডিকি একে ৯৩ নং সূরার পরেই স্থান দিয়েছেন, যা নবুওয়তের অতি প্রাথমিক কালের সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব-নবী (সাঃ)কে কুরআন পাঠের আদেশ দান করে এর শিক্ষা ও বাণীকে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা ও প্রচার করার তাগিদ দিয়েছেন। এ সূরাতে কুরআনের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও কল্যাণবর্ষিতার কথা বলা হয়েছে এবং শুরুতেই কুরআনের অবতরণের রাত্রিকে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' (ফয়সালা বা মর্যাদার রাত্রি) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ফয়সালা-রজনী বা মর্যাদা-রজনী কুরআনের ৪৪ঃ৪ আয়াতে 'বরকতপূর্ণ রাত্রি' বলে বর্ণিত হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্' ছাড়া এ সূরাতে মাত্র পাঁচটি আয়াত রয়েছে, কিন্তু এগুলোর বক্তব্য ও অর্থে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ কাদ্‌র-৯৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ②

২। নিশ্চয় আমরা এ (কুরআনকে) 'কদরের[৩৩৯৩] রাতে'[৩৩৯৪] অবতীর্ণ করেছি।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ③

৩। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে, 'কদরের রাত' কী[৩৩৯৫]?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ④

৪। 'কদরের রাত' হাজার মাসের চেয়ে উত্তম[৩৩৯৬]।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ⑤

★ ৫। এতে [ক]ফিরিশ্‌তারা এবং পবিত্রাত্মা[৩৩৯৭] [খ]সব বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

দেখুন ঃ ক. ১৬ঃ৩; ৪০ঃ১৬ খ. ৪৪ঃ৫।

৩৩৯৩। 'কদ্‌র' অর্থ মূল্য, প্রাচুর্য, মর্যাদা, অনুশাসন, ভাগ্য, ক্ষমতা, সঠিক অনুমান করা, অবধারিত ও ফয়সালা করা (মুফরাদাত ও লেইন)। 'কদ্‌র' ও 'লায়্‌লাহ্' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ হতে পারেঃ কুরআন এমনি একটি রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, যে রাত্রিটিকে বিশেষ ঐশী শক্তি প্রকাশ করার জন্য পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মূল্য সমবেত অন্যান্য সকল রাত্রির একত্রীভূত মূল্যের সমান অথবা এটি এমনই একটি রাত্রি যার মান-মর্যাদা, সম্মান-সম্ভ্রম ও মাহাত্ম্য-মহিমা তুলনাহীন। অথবা এটি এমনই রাত্রি যা সর্ব প্রকারের প্রাচুর্যে ভরপুর, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর সব কিছুই এতে প্রচুর পরিমাণে মজুদ রয়েছে।

৩৩৯৪। 'লায়্‌ল' এবং 'লায়লাহ্' দু'টি শব্দই সাধারণভাবে রাত্রি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত অভিধান-বিশারদ মারযুকীর মতে 'লায়্‌ল' হলো দিনের (নাহার) বিপরীত শব্দ। 'আল্ লায়্‌লাহ্' হলো দিবাকালের (ইয়াওম) বিপরীত শব্দ। 'লায়লাহ্' বলতে ব্যাপক সময়কে বুঝায়। 'লায়্‌ল' ও 'নাহার' শব্দে তেমন ব্যাপকতা নেই। কুরআনে 'লায়্‌লাহ্' শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হয়েছে ২ঃ৫২; ২ঃ১৮৮; ৪৪ঃ৪; ৭ঃ১৪৩ এ দুবার, আলোচ্য আয়াতে তিনবার এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এটা কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কিংবা তদনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ শব্দটি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার রাত্রিসমূহের উচ্চতম মর্যাদা, মহিমা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে।

৩৩৯৫। এ লায়লাতুল কদ্‌রের নেয়ামত ও আশিস গণনাতীত।

৩৩৯৬। 'আল্‌ফ' (হাজার) আরবী গণনার উচ্চতম সংখ্যা। অসংখ্য বা গণনাতীত বুঝাতেও 'আল্‌ফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ এ ফয়সালা বা মর্যাদা রজনী বা সৌভাগ্য-রজনী অসংখ্য মাসের চাইতে উত্তম। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর যুগ অন্যান্য সকল যুগের চাইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার প্রতি এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে যখনই মুসালমানদের প্রয়োজন হবে তখনই তাদের মধ্যে ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে। এক হাজার মাস প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় এবং মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁর উম্মতে আল্লাহ্ তাআলা একজন করে সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটাতে থাকবেন, যিনি ইসলামের সংস্কার সাধন করবেন এবং তাতে নবজীবন ও নবজাগরণের সঞ্চার করবেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল মালাহেম)।

৩৩৯৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ ع ۲۲

★ ৬। এ এক অনাবিল শান্তি[৩৩৯৮]! (আর) এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত[৩৩৯৮-ক] বিরাজ করে।

তৃতীয়াংশ ১ [৬] ২২

৩৩৯৭। 'রূহ্' অর্থ এখানে পবিত্রাত্মা, নূতন-চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, নব-সংকল্প। ফয়সালা বা মর্যাদার রাত্রিতে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করতে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর অনুসারীগণ নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবজাগরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐশী-বাণীকে প্রচার ও প্রসার করার কাজে ব্রতী হন।

৩৩৯৮। নবী-রসূল বা এশী সংস্কারকের আবির্ভাবের সময়ে মু'মিনদের শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কিন্তু তাদের মনে এমন অপূর্ব ও অনির্বচনীয় এক প্রশান্তি নেমে আসে যা সকল পার্থিব সুখ-দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঐশী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

৩৩৯৮-ক। 'ভোর পর্যন্ত' দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার -নিপীড়নের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বৃদ্ধির উষা বা শুভ ক্ষণকে বুঝায়।